আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ توحيد الأسماء والصفات - তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

الرد على المنحرفين عن منهج السلف في أسماء الله وصفاته من المشبهة والمعطلة - আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজের পক্ষ হতে পথভ্রষ্ট মুশাবেবহা ও মুআত্তেলাদের জবাব

দু’টি সম্প্রদায় আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তারা হলো মুশাবেবহা এবং মুআত্তেলা সম্প্রদায়।

(১) মুশাবেবহা (المشبهة): এরা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে দেয় ও তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে। এরা আল্লাহর ছিফাতগুলোকে সৃষ্টির ছিফাতসমূহের হিসাবে নির্ধারণ করেছে। এ জন্যই তাদেরকে মুশাবেবহা বলা হয়।

হিশাম ইবনে হাকাম রাফেযী এবং বয়ান ইবনে সামআন তামিমী সর্বপ্রথম আল্লাহ তা‘আলার ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে সাদৃশ্য দেয়ার মাযহাব প্রচার করেছে। এই বয়ান ইবনে সামআনকে শিয়াদের সীমালংঘনকারী বয়ানীয়া মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং মুশাবেবহারা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সত্তা থেকে ত্রুটিযুক্ত ও অশোভনীয় যেসব ছিফাত নাকোচ করেছেন এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নাকোচ করেছেন, এরা তার জন্য তাও সাব্যস্ত করেছে। মুশাবেবহা সম্প্রদায়ের ইমামদের মধ্যে রয়েছে হিশাম ইবনে সালেম আল-জাওয়ালেকী এবং দাউদ আল-যাহেবী। আল্লাহ তা‘আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্বে।

সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখার কথা আল্লাহ তা‘আলা তার কিতাবে নাকোচ করেছেন এবং তার জন্য সৃষ্টির মধ্য থেকে উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ “তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই”।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ “তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কেউ আছে কি?” (সূরা মারইয়াম: ৬৫)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ “তার সমতুল্য কেউ নেই”। (সূরা ইখলাস: ৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ “আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না”। (সূরা নাহাল: ৭৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ দিবে সে আল্লাহ তা‘আলার প্রকৃত ইবাদতকারী হিসাবে গণ্য হবে না। সে কেবল এমন মূর্তির পূজা করে, যাকে তার মনের কল্পনা আকৃতি প্রদান করেছে এবং তার অসুস্থ বিবেক রূপদান করেছে। সে মূলত মূর্তিপূজক, আল্লাহর ইবাদতকারী নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ... إن المشبه عابد الأوثان

আমরা আল্লাহর ছিফাতকে আমাদের ছিফাতের সাথে তুলনা করিনা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি স্রষ্টার ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনা করে সে কেবল মূর্তির ইবাদত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাতসমূহকে তার সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ দেয়, সে ঐসব খ্রিষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের ইবাদত করে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন,

من مثل الله العظيم بخلقه ... فهو النسيب لمشرك نصراني

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে তুলনা করে, সে খৃষ্টান মুশরেকের কুটুম্ব।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ নাঈম ইবনে হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ দিলো, সে কুফুরী করলো। আল্লাহ তা‘আলা যা দিয়ে নিজেকে কিংবা তার রসূল তাকে যা দিয়ে বিশেষিত করেছেন, যে তা নাকোচ করলো, সেও কুফুরী করলো। আর আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন অথবা তার রসূল তাকে যা দ্বারা বিশেষিত করেছেন, তাতে কোনো তাশবীহ নেই।

(২) মুআত্তেলা (المعطلة): আল্লাহ তা‘আলা তার পবিত্র সত্তাকে যেসব পূর্ণতার গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত করেছেন অথবা তার রসূল তাকে পূর্ণতার যেসব ছিফাত দ্বারা গুণান্বিত করেছেন, যারা সেগুলো অস্বীকার করে তারাই মুআত্তেলা। তাদের ধারণা হলো আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে তাশবীহ ও তাজসীম তথা সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য এবং তার জন্য দেহ সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হয়। এরা মুশাবেবহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইয়াহূদীদের অনুসারী, মুশরেক এবং পথভ্রষ্ট বে-দীনদের থেকে আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত অস্বীকার করার মাযহাব এসেছে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে জা‘দ ইবনে দিরহাম সর্বপ্রথম মুসলিম জাতির মধ্যে তা‘তীল তথা আল্লাহর ছিফাত অস্বীকার করার মাযহাব প্রচার করে। তার থেকে এ মাযহাব গ্রহণ করে নিকৃষ্ট জাহাম ইবনে সাফওয়ান এবং তা প্রকাশ্যে প্রচার ও প্রসার ঘটায়। জাহাম ইবনে সাফওয়ানের দিকেই জাহমীয়া মাযহাবের সম্বন্ধ করা হয়। অতঃপর মু‘তাযিলা ও আশআরীগণ এ মাযহাব গ্রহণ করে।

এ হলো তাদের মাযহাবের সনদ। তাদের মাযহাবের সনদের গোড়ার দিকে রয়েছে ইয়াহূদী, বে-দীন, মুশরেক এবং দার্শনিক। মুআত্তেলারা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। জাহমীয়ারা এক বাক্যে আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতসমূহ অস্বীকার করে। মু‘তাযিলারা আল্লাহ তা‘আলার শুধু নামগুলো সাব্যস্ত করে। তবে তারা এ নামগুলোর মধ্যে যেসব সুমহান অর্থ রয়েছে তা অস্বীকার করে এবং তারা আল্লাহ তা‘আলার সমস্ত ছিফাত অস্বীকার করে। ঐদিকে আশায়েরাগণ আল্লাহ তা‘আলার অতি সুন্দর নামগুলো এবং মাত্র সাতটি ছিফাত সাব্যস্ত করে। আশআরীগণ যেসব ছিফাত সাব্যস্ত করে, তা হলো, الحياة (আল্লাহর জীবন) العلم (তার জ্ঞান), الإرادة (তার ইচ্ছা),القدرة (তার ক্ষমতা), السمع (তার শ্রবণ), البصر (তার দৃষ্টি) এবং الكلام (তার কথা)। বাকী ছিফাতগুলো তারা নাকোচ করে অথবা তাবীল করে।

আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত নাকোচ করার ক্ষেত্রে জাহমীয়া, মু‘তাযিলা ও আশায়েরাদের দলীল হলো, তাদের মতে আল্লাহ তা‘আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে তাশবীহ ও তাজসীম আবশ্যক হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং স্রষ্টার জন্য দেহ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। তাদের মতে দেহ বিশিষ্ট সৃষ্টিই কেবল এসব ছিফাত দ্বারা বিশেষিত হয়।

আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে কথা হলো, ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾ ‘‘তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই’’। সুতরাং তাদের

মতে আল্লাহর ছিফাত নাকোচ করা আবশ্যক এবং সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য হওয়ার ধারণা থেকে তাকে পবিত্র রাখার জন্য তাকে ছিফাতশূণ্য রাখা জরুরী। এ জন্যই তারা আল্লাহ তা‘আলার সুমহান ছিফাতগুলো সাব্যস্ত কারীদেরকে জাহমীয়ারা মুশাবেবহা বলে নামকরণ করে।

কুরআন-সুন্নাহর যেসব বক্তব্য আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করে, সে ব্যাপারে তাদের দুই ধরনের মত রয়েছে।

প্রথম মত: ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর শব্দগুলোর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে থাকে এবং শব্দগুলোর অর্থসমূহ আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়। তারা এগুলোর ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহর নিকট এগুলোর ব্যাখ্যা সোপর্দ করে দেয়। সেই সঙ্গে ছিফাতগুলো সেসব অর্থ প্রদান করে সেগুলোর কিছুই আল্লাহ তা‘আলার জন্য সাব্যস্ত করে না। তারা এই পদ্ধতিকেই সালাফদের তরীকা মনে করে এবং বলে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ তরীকা।

দ্বিতীয় মত: ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে সেটার সঠিক অর্থ থেকে সরিয়ে ফেলে অন্যান্য এমন অর্থে ব্যাখ্যা করা, যা তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করেছে। এটিকে তারা তাবীল বা ব্যাখ্যা হিসাবে নামকরণ করে থাকে এবং খালাফ তথা পরবর্তীদের তরীকা বলে থাকে। তারা এ তরীকাকে সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ বলে থাকে।

তাদের উপরোক্ত দলীলের জবাব:

সন্দেহাতীতভাবেই কুরআনুল কারীম সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার সদৃশ ও উপমা থাকার কথা নাকোচ করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ‘‘তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’। (সূরা শুরা: ১১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ ‘‘তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি’’? (সূরা মারইয়াম: ৬৫)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ‘‘এবং তার সমতুল্য কেউ নেই’’। (সূরা ইখলাস: ৪) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ ‘‘কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না’’। (সূরা নাহাল: ৭৪) তবে সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা‘আলার সাদৃশ্য নাকোচ করার সাথে সাথে তিনি তার নিজের সত্তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ‘‘তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’। এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দু’টি বিষয় একসাথে একত্র করেছেন। তিনি নিজের সত্তা থেকে তাশবীহ নাকোচ করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি নিজের জন্য দু’টি ছিফাত তথা শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা‘আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলেই তিনি সৃষ্টির সদৃশ হয়ে যান না কিংবা সৃষ্টির সাথে তার তুলনা হয়ে যায় না। কেননা ছিফাত সাব্যস্ত করার জন্য তাশবীহ দেয়া আবশ্যক নয়। অর্থাৎ সাব্যস্ত করা এবং সাদৃশ্য করা একই বিষয় নয়।

অনুরূপ আমরা কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে দেখতে পাই যে, সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা‘আলার সাদৃশ্য নাকোচ করার পাশাপাশি তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটিই হলো সালাফদের মাযহাব। তারা আল্লাহ তা‘আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করেন এবং তার থেকে তাশবীহ এবং দৃষ্টান্ত-উপমা-উদাহরণ নাকোচ করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে তার কোনো সদৃশ, দৃষ্টান্ত, উপমা, উদাহরণ ও সমকক্ষ নেই।

যারা মনে করে আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা শোভনীয় নয়, কারণ ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার তাশবীহ আবশ্যক হয়, তাদের বোধশক্তির মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। এ ত্রুটিযুক্ত বোধশক্তিও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত অস্বীকার করার দিকে টেনে নিয়েছে। অপূর্ণ বোধশক্তির কারণেই তারা বুঝেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করলে তাশবীহ আবশ্যক হয়ে যায়। এই অপূর্ণ বোধশক্তি ও ভুল ধারণাই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ঐসব ছিফাতকে অস্বীকারের দিকে নিয়ে গেছে, যা তিনি তার নিজের সত্তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এসব মূর্খ প্রথমত আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনা করেছে দ্বিতীয়তঃ তার ছিফাতকে অস্বীকার করেছে। তারা প্রথম ও শেষ উভয় পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার শানে অশোভনীয় অন্যায় কথা বলেছে। তাদের অন্তরগুলো যদি তাশবীহর আবর্জনা থেকে পবিত্র হতো, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতো যে, আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলো পূর্ণতা ও মহত্ত্বের এমন উচ্চ শিখরে, যা স্রষ্টার ছিফাত ও সৃষ্টির ছিফাতের মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকার ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে নাকোচ করে দেয়।

সুতরাং যার অন্তর পবিত্র হবে, সে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলোর প্রতি শোভনীয় পদ্ধতিতে ঈমান আনয়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকবে। ঐ দিকে অন্তর অসুস্থ থাকার কারণে যে ব্যক্তি ধারণা করে আল্লাহর ছিফাতগুলো সৃষ্টির ছিফাতের মতোই সে আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনতে পারেনি এবং তার যথাযথ কদরও করতে পারেনি। অসুস্থ অন্তরের লোকেরাই আল্লাহর ছিফাতগুলো সৃষ্টির ছিফাতের মতো কল্পনা করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা তার ছিফাতগুলো অস্বীকার করার সমস্যায় পড়েছে। অতঃপর তাদের অভ্যাস এ হয়েছে যে, যারাই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে আল্লাহ তা'আলার জন্য পূর্ণতার বিশেষণগুলো সাব্যস্ত করে এবং তার পবিত্র সত্তা থেকে অপূর্ণতার বিশেষণগুলো নাকোচ করে, তাদেরকে তারা মুশাবেবহা ও মুজাস্সেমা বলে গালি দেয়। কেননা তাদের অন্তরে একটি খারাপ ধারণা গেঁথে আছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ হয়ে যায়। কারণ এগুলো সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে। এসব মূর্খ লোকেরা জানে না যে, সৃষ্টির মধ্যে যেসব দোষমুক্ত পূর্ণতার বিশেষ রয়েছে, স্রষ্টা তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার আরো বেশি হকদার। সুতরাং তারা স্রষ্টাকে প্রথমে সৃষ্টির সাথে তুলনা করেছে। অতঃপর যখন দেখলো যে, এতে করে স্রষ্টা আর সৃষ্টি একরকম হয়ে যায়, তাই তারা তাশবীহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় স্রষ্টার ছিফাতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

জাহমীয়া ও তাদের যেসব শিষ্য মনে করে আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তাশবীহ হয়ে যায়, তাদের জবাবে সুন্নাতের সাহায্যকারী ইমামদের ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, অভিশপ্ত জাহমীয়ারা বলে থাকে, সুন্নাতের অনুসরণকারী আহলুস্ সুন্নাতের যেসব লোক দাবি করে যে, তারা তাদের রবের কিতাব ও নবীর সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার জন্য ঐসব ছিফাত সাব্যস্ত করেন, যা দ্বারা তিনি নিজেকে কুরআনুল কারীমে বিশেষিত করেছেন এবং যা দ্বারা তার নবী মোস্তফা ন্যায়পরায়ন রাবীদের মুত্তাসেল সনদে বর্ণিত হাদীছে বিশেষিত করেছেন তারা মুশাবেবহা। আমাদের কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত সম্পর্কে জাহমীয়াদের অজ্ঞতা থাকার কারণে এবং আরবদের ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই উপরোক্ত কথা বলেছে।

ইমাম ইবনে খুজায়মা রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, আমরা এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রামেত্ম আমাদের আলেমগণ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার নির্ভুল কিতাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তার চেহারা রয়েছে। অতঃপর সেই চেহারাকে বিশেষিত করা হয়েছে ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "মহিয়ান ও দয়াবান" -এ দু'টি বিশেষণের মাধ্যমে।

অতঃপর চেহারাকে অবিনশ্বর বিশেষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সেটা কখনো ধ্বংস হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা আরো বলি, আমাদের রবের চেহারার এমন আলো, জ্যোতি এবং উজ্জ্বলতা রয়েছে, যার পর্দা উন্মুক্ত করা হলে তার চেহারার আলো যতোদূর পৌঁছাবে ততোদূরের সবকিছুকে জ্বালিয়ে ফেলবে।

আমরা আরো বলি, বনী আদমের এমন চেহারা রয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস নির্ধারণ করে রেখেছেন। বনী আদমের চেহারার অস্তিত্ব এক সময় বিদ্যমান ছিলনা, পরে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। সমস্ত বনী আদমের সমস্ত চেহারা ধ্বংসশীল, এগুলোর কোনো স্থায়িত্ব নেই। সমস্ত বনী আদম মারা যাবে অতঃপর ক্ষয়প্রাপ্ত হবে ও পঁচে যাবে। অতঃপর পঁচে-গলে শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। তখন কেউ যাবে জান্নাতের নেয়ামতে আবার কেউ যাবে জাহান্নামের আযাবে।

সুতরাং হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! যে জ্ঞানবান লোক আরবদের ভাষা বুঝে, আরবী ভাষার সম্বোধন বুঝে এবং এক জিনিসকে অন্য জিনিষের সাথে সাদৃশ্য দেয়ার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি বুঝে, তার অন্তরে কিভাবে এ ধারণা উদয় হতে পারে যে, আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করা হলে তার অনন্ত-অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী চেহারা সৃষ্টির ধ্বংসশীল চেহারার সদৃশ হয়ে যায়?

হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দলীলের মাধ্যমে আমাদের মহান প্রভুর চেহারার যে বিশেষণ আমরা বর্ণনা করলাম, তা কি বনী আদমের ঐসব চেহারার অনুরূপ হতে পারে, যার বিবরণ উপরে প্রদান করা হয়েছে?

আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করা থেকে যদি আমাদের আলেমগণ এটি বুঝতেন যে, তার চেহারা বনী আদমের চেহারার মতোই, তাহলে প্রত্যেকের জন্য এ কথা বলা বৈধ হতো যে, বনী আদমের যেহেতু চেহারা আছে এবং শুকর, বানর, হিংস্র জীব-জন্তু, গাধা, খচ্চর, সাপ-বিচ্ছু ও কীট-পতঙ্গেরও যেহেতু চেহারা আছে, তাই বনী আদমের চেহারাসমূহ শুকর, বানর, কুকুর এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর চেহারার মতোই। আমি মনে করি আল্লাহর ছিফাত অস্বীকারকারী জাহমীয়াদের কারো নিকট যদি তার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিও বলে যে, তোমার চেহারাটি শুকর, বানর, কুকুর, গাধা কিংবা খচ্চর কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর চেহারার মতোই, তাহলে সে অবশ্যই রাগ করবে।

ইমাম ইবনে খুযায়মা রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আলেমদের নিকট সাব্যস্ত হলো, যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসারীদেরকে মুশাবেবহা বলে গালি দেয়, তারা বাতিল, মিথ্যা এবং অন্যায় কথা বলে। সেই সঙ্গে তারা আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং আরবদের ভাষার দাবি বহির্ভুত কথাও বলে।

ইমাম ইবনে খুযায়মা রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নির্ভুল কিতাবে নিজেকে যেসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ সুন্নাতে তার প্রভুর যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, জাহমীয়াদের মুআত্তেলা সম্প্রদায় তার প্রত্যেকটিই অস্বীকার করে। ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে এটি করতে প্রেরণা দিয়েছে। এর কারণ হলো তারা কুরআনুল কারীমে পেয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের নাম ও ছিফাতসমূহ থেকে কিছু কিছু নাম ও ছিফাত দ্বারা কতিপয় সৃষ্টিকে বিশেষিত করেছেন। তাই মূর্খতার কারণে তারা ধারণা করেছে, যারা উক্ত বিশেষগুণগুলো দ্বারা আল্লাহ

তা'আলাকে বিশেষিত করলো, সে তাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করলো!! হে জ্ঞানী সম্প্রদায় আপনারা এ জাহমীয়াদের মূর্খতার প্রতি খেয়াল করুন।

গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের অনেক স্থানে নিজেকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। তিনি তার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে,﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ''তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা''। আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ''আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি''। (সূরা ইনসান: ২)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন যে, তিনি দেখেন। যেমন তিনি বলেন,﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ''আর হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমরা আমল করতে থাকো। আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন''।

আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারুনকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেছেন, ﴿لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ ''ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি''। (সূরা তোহা: ৪৬) আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বনী আদমের আমলসমূহ দেখেন এবং তার রসূল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আমলসমূহ দেখেন। আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

''এরা কি পাখিদের দেখেনি, আকাশে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? এর মধ্যে মুমিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে''। (সূরা নাহাল: ৭৯)

সুতরাং বনী আদম দেখতে পায় যে পাখিরা আকাশে বশীভূত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ ''তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌকা বানাও''। (সূরা হুদ: ৩৭) আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾

''হে নবী! তোমার রবের ফায়ছালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো। তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো''। (সূরা তূর: ৪৮) আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য চোখ সাব্যস্ত করেছেন এবং বনী আদমের জন্যও চোখ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

''যখন তারা রসূলের উপর অবতীর্ণ কালাম শুনতে পায় তখন তুমি দেখতে পাও যে, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখসমূহ অশ্রুবিগলিত হয়ে ওঠে। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও''। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার চোখ রয়েছে। বনী আদমেরও চোখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত ইবলীস সম্পর্কে বলেন,

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ﴾

''হে ইবলীস! যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?

তুমি কি অহংকার করলে? না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?’’ (সূরা সোয়াদ: ৭৫) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

‘‘আর ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাঁধা হয়ে গেছে। এ কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে; বরং তার উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন’’। (সূরা মায়িদা: ৬৪)

আল্লাহ তা‘আলা এখানে তার নিজের জন্য দু’টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, বনী আদমেরও দু’টি হাত রয়েছে। এ থেকে কোনোভাবেই তাশবীহ আবশ্যক হয় না। আল্লাহর জন্য রয়েছে তার বড়ত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী শোভনীয় হাত। সৃষ্টির জন্যও রয়েছে শোভনীয় ও মানানসই হাত।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সত্তার জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্তকারীকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রদানকারী হিসাবে নামকরণ করা ফাসেক জাহমীয়াদের জন্য কিভাবে বৈধ হতে পারে। ইমাম ইবনে খুযায়মা রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য এখানেই শেষ। ইমাম ইবনে খুযায়মা রাহিমাহুল্লাহ এভাবেই জাহমীয়া ও তাদের শিষ্যদের জবাব দিয়ে তাদেরকে নির্বাক করে দিয়েছেন। এর কোনো জবাব তারা দিতে পারেনি। ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের মত আরো বিজ্ঞ ইমাম তাদের প্রতিবাদ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণ এখনো তাদের বিদআতগুলোর জবাব দিয়ে যাচ্ছেন।

জাহমীয়া, আশায়েরা এবং অন্যান্যদের প্রতিবাদে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছে আমরা এখন তা থেকে কিছু নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এরা মনে করেছে যে আল্লাহ তা‘আলার ছিফাতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের যেসব বক্তব্য রয়েছে তা ঐসব মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এগুলোর অর্থ জানে না। তাদের মতে এসব বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে গেলে তাশবীহ হয়ে যায়। তাই এগুলোর এমন অর্থ রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। এ কারণেই তারা এগুলোর অর্থ বর্ণনা না করে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং মনে করে এটিই সালাফদের পদ্ধতি। মূলতঃ তারা সালাফদের নামে মিথ্যা বলছে। তারা সালাফদের প্রতি এমন কথার সম্বন্ধ করছে, যা থেকে তারা সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা তাদের আকীদা হলো আল্লাহর সম্মানিত কিতাব ও রসূলের পবিত্র সুন্নাতে তার ছিফাতগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই সাব্যস্ত করা। এগুলো বাহ্যিক অর্থেই সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা‘আলার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই তারা এগুলোর ব্যাখ্যা করেন। তারা এগুলোর অর্থ আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেন না। বরং তাদের মতে আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো মুহকাম আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত অস্বীকার নাকোচকারী প--তদের মতে আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তারা আরো বলে এগুলোর যে অর্থ আল্লাহ তা‘আলা উদ্দেশ্য করেছেন, তা হলো এগুলোর বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করা। তাদের কথার অর্থ থেকে আবশ্যক হয় যে, নবী-রসূলগণ তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবের অর্থ জানতেন না। আল্লাহ তা‘আলার ফেরেশতাগণ এবং উম্মতের প্রথম যুগের সম্মানিত সাহাবীগণও জানতেন না। সুতরাং তাদের কথা মত আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে যেসব বিশেষণে নিজেকে বিশেষিত করেছেন তার নবী তা বুঝতেন না অথবা অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো বুঝতেন না। নবীগণ

এমন কথা বলতেন, যা তারা নিজেরাই বুঝতেন না।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাদের জবাবে বলেন, নিঃসন্দেহে এটি কুরআন ও নবীদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শামিল। কেননা আল্লাহ তা'আলাই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তাতে সংবাদ দিয়েছেন যে, কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ। তিনি রসূলকে মানুষের নিকট কুরআনের বাণী সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়ার আদেশ করেছেন এবং তিনি যা তাদের জন্য নাযিল করেছেন, তা মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করার আদেশ করেছেন। তিনি কুরআন নিয়ে গবেষণা করা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার আদেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি কুরআনে তার সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন, তিনি আদেশ দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন, সৎ আমলের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছে, পাপাচারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং আখেরাত দিবস সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং কিভাবে এমন ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, কেউ এগুলোর অর্থ জানে না!! কিভাবে বলা যেতে পারে যে, কুরআন বুঝা সম্ভব নয়, তাতে চিন্তা-গবেষণা করা সম্ভব নয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মানুষের জন্য যা নাযিল করা হয়েছে তার বর্ণনা দেননি এবং তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনাও প্রদান করেননি।

যারা বলে সালাফদের মতে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী অথবা তার কিয়দাংশ ঐসব মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে, তাদের কথাকে নাকোচ করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাফগণ এ কথা বলেছেন তার দলীল কী? আমি জানিনা এ উম্মতের কোনো সালাফ কিংবা কোনো ইমাম যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল কিংবা অন্য কোনো ইমাম থেকে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তারা ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তারা ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে সূরা আল-ইমরানের ৭ নং আয়াতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

"তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মতাশাবেহ (অস্পষ্ট)" (সূরা আলে ইমরান ৩:৭)। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ মুতাশাবেহ আয়াতের অর্থ জানে না। জাহমীয়া এবং তাদের শিষ্যরা আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ ছিফাতগুলোকে অনারবদের ঐসব কালামের মধ্যে গণ্য করেছে, যা বোধগম্য নয়।

আসল কথা হলো সালাফগণ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় এমন কথা বলেছেন, যার সঠিক অর্থ রয়েছে। ছিফাত সংক্রান্ত হাদীছগুলোর ক্ষেত্রে তারা বলেছেন, تمر كما جاءت "এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দিতে হবে"। একই সঙ্গে তারা জাহমীয়াদের তাবীলসমূহ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোর প্রতিবাদ করেছেন এবং সেগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। জাহমীয়াদের তাবীলের সারসংক্ষেপ হলো, তারা ছিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সঠিক অর্থকে বাতিল করে দেয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এবং তার পূর্বেকার ইমামদের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তারা জাহমীয়াদের তাবীলসমূহকে বাতিল ঘোষণা করতেন। এ সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো যে অর্থ বহন করে তারা সেগুলোকে

অর্থসহ সাব্যস্ত করতেন। সুতরাং ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তারা ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোর অর্থ জানতেন। এগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করা থেকে তারা নিরব থাকতেন না। বরং ইমামদের ঐক্যমতে কোনো প্রকার তাহরীফ বা বক্তব্যগুলোকে তার সঠিক স্থান থেকে সরানো ছাড়াই তারা এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বিকৃতি সাধন করা ব্যতীত সেটা তার জন্য সাব্যস্ত করতেন।

সালাফ এবং ইমামদের থেকে এ মাযহাবই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া বর্ণনা করেছেন। তারা ছিফাত সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে এমন মুতাশাবেহার অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না, যার অর্থ বোধগম্য নয় এবং যার কোনো অর্থ বর্ণনা করা ছাড়াই আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়া আবশ্যক। বরং তারা এগুলোর অর্থ জানতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন। তারা কেবল আল্লাহ তা'আলার সিফাতে ধরণ, পদ্ধতি, কাইফিয়্যতের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করে দিতেন। যেমন ইমাম মালেক (রহি.) বলেছেন, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 'আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদআত।[1] ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ''অতঃপর দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন''- এ সম্পর্কে লোকদের অনেক মতভেদ রয়েছে। সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এটি নয়। তবে এ ব্যাপারে আমরা সালাফে সালেহীন, ইমাম মালেক, আওযাঈ, লাইছ ইবনে সা'দ, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অন্যান্য ইমামদের পথ অবলম্বন করবো। আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলোর ব্যাপারে তাদের মাযহাব হলো, যেভাবে এগুলো এসেছে কোনো প্রকার ধরণ, পদ্ধতি-কায়া বর্ণনা করা, সৃষ্টির সাথে তাশবীহ দেয়া এবং বাতিল করা ছাড়া সেভাবেই রেখে দেয়া। মুশাবেবহাদের মস্তিস্কে এগুলোর বাহ্যিক যে তাশবীহর ধারণা প্রবেশ করে, তা আল্লাহ তা'আলা থেকে সম্পূর্ণরূপে নাকোচ করতে হবে। কেননা সৃষ্টির কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার সাথে সাদৃশ্য রাখে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ''তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা''। (সূরা শুরা: ১১)

মুসলিমদের ইমামগণ একথাই বলেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ নুআইম ইবনে হাম্মাদ আল-খুযাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দিলো, সে কুফুরী করলো এবং আল্লাহ তা'আলা যা দ্বারা নিজেকে বিশেষিত করেছেন, যে তা অস্বীকার করলো, সেও কুফুরী করলো। আর আল্লাহ তা'আলা যা দ্বারা নিজেকে বিশেষিত করেছেন এবং তার রসূল যেসব বিশেষণ দ্বারা তার প্রভুকে বিশেষিত করেছেন, তাতে কোনো তাশবীহ বা সাদৃশ্য নেই। সুতরাং সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীছে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য সেগুলোকে তার বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে সাব্যস্ত করলো এবং অপূর্ণতার বিশেষণগুলো তার থেকে নাকোচ করলো, সে হেদায়াতের পথেই চললো। ইমাম ইবনে কাছীরের বক্তব্য এখানেই শেষ।

আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামগুলো এবং তার সুউচ্চ ছিফাতগুলোর ক্ষেত্রে এ হলো সালাফদের মাযহাব। সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তাশবীহ না দিয়ে এবং এগুলোর অর্থকে বাতিল না করে যেভাবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এগুলো এসেছে,

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13243

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন